তারিখ ... 01 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ...২০... কলাম ...৮...

যুগান্তর

ছয় শতাধিক মেডিকেল শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন হুমকির মুখে

রাশেদ রাব্বি

কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় শিক্ষাজীবন থেকে ছিটকে পড়তে পারে বেসরকারি মেডিকেলের ছয় শতাধিক শিক্ষার্থী। ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সের এসব শিক্ষার্থী আদালতের স্থগিতাদেশ থাকায় এ বছরের মে মাসে অনুষ্ঠিত প্রথম পেশাগত পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি। পরবর্তী সময়ে আপিল বিভাগের রায় তাদের পক্ষে যায়। কিন্তু স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, অধিদফতর এবং সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সাড়া না দেয়ায় আজ থেকে শুরু হওয়া সাপ্লিমেন্ট পরীক্ষায়ও অংশ নিতে পারছে না তারা। ফলে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে এসব শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন।

সংশ্লিষ্টরা জানান, গত ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি পরীক্ষায় ন্যূনতম পাস নম্বর ১১০ নম্বর থেকে বাড়িয়ে ১২০ নম্বর করা হয়। এরপর বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলো শিক্ষার্থী সংকটের কথা উল্লেখ করে আগের পাস নম্বরে শিক্ষার্থী ভর্তির অনুমতি চেয়ে উচ্চ আদালতে একটি রিট আবেদন করে। আদালতের রায় তাদের পক্ষে যাওয়ায় তারা ভর্তি পরীক্ষায় পাস নম্বর ১১০ ধরে শিক্ষার্থী ভর্তি করে। কিন্তু আদালতের ওই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করে স্বাস্থ্য অধিদফতর। তাই এসব শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন করতে অপারগতা প্রকাশ করে স্বাস্থ্য অধিদফতর এবং যেসব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মেডিকেল কলেজগুলো পরিচালিত হয় সেইসব কর্তৃপক্ষ।

ফলে গত মে মাসে প্রথম পেশাগত পরীক্ষা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের এসব শিক্ষার্থীর। এ সময় তারা আন্দোলনে নামলেও তাতে সাড়া দেয়নি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। স্বাস্থ্য অধিদফরের তৎকালীন পরিচালক (চিকিৎসা-শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. আবদুল হান্নান আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বলেছিলেন, যেহেতু বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন রয়েছে, সেহেতু সরকারের কিছুই করার নেই।

পরে আপিল বিভাগের রায়ও শিক্ষার্থীদের পক্ষে যায়। ২০ অক্টোবর রায়ের কপি পায় বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশন। এরপর ২৬ অক্টোবর স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এবং স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক বরাবর এসব শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন স্বাভাবিক করতে আবেদন জানায়। সংগঠনের অর্থ সম্পাদক মো. ইকরাম হোসেন বিজু স্বাক্ষরিত আবেদনে ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের ওই সব শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন প্রদান এবং প্রথম পেশাগত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ সুযোগ দেয়ার অনুরোধ করা হয়।

... তে সাড়া দেয়নি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। শিক্ষাজীবন : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

শিক্ষাজীবন : হুমকির মুখে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

উল্টো ঢাকা, রাজশাহী এবং সিলেট বিশ্ববিদ্যালয় তাদের অধীনস্থ বেসরকারি মেডিকেল কলেজের এসব শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন না দিয়ে রিভিউ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা গেছে। এ ছাড়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাদের অধীনস্থ মেডিকেল কলেজগুলোর ১ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া সাপ্লিমেন্ট পরীক্ষা অনিবার্য কারণে স্থগিত রাখার ঘোষণা দিয়েছে।

এমতাবস্থায় চরম হতাশা ব্যক্ত করেছে গাজীপুরের ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের এসএমএ রেজওয়ান মৃধা, আশিয়ান মেডিকেল কলেজের সজল মণ্ডলসহ ২৪টি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের বেশকিছু শিক্ষার্থী। তারা যুগান্তরকে জানায়, বাবা-মায়ের লাখ লাখ টাকা ব্যয় হলেও এখন শিক্ষার্থী হিসেবে তাদের কোনো বৈধতা নেই। অনেকেরই পরিবার, বন্ধুবান্ধব নানা ধরনের কটূক্তি করছে। হতাশায় হীনম্মন্যতায় ভুগছে অনেকে। তারা সরকারের কাছে তাদের স্বাভাবিক শিক্ষাজীবন ফিরে পেতে আবেদন জানিয়েছে। সামগ্রিক বিষয়ে হতাশা প্রকাশ করে বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশনের (বিপিএমসি) সাধারণ সম্পাদক শাহ মোহাম্মদ সেলিম যুগান্তরকে বলেন, প্রধান বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের আপিল বিভাগের রায়ের প্রতি কেউ যদি শ্রদ্ধাশীল না হয় তাহলে আমাদের আর কি করণীয় আছে। এ প্রসঙ্গে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের চিকিৎসা শিক্ষা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মনিরুজ্জামান ওসমানী যুগান্তরকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন উপদেষ্টা বিষয়টি দেখছেন। সবকিছু বিচার-বিবেচনা করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

একই ধরনের বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। তিনি যুগান্তরকে বলেন, বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বিষয়টি জানেন এবং বিপিএমসির আবেদনও পেয়েছেন। তবে যেহেতু আইনের বিষয় তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন উপদেষ্টাকে জানানো হয়েছে। তিনি এ রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।